বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

তারিখঃ ১৭.০৬.২০২০খ্রি.

বিষয়ঃ প্রতিষ্ঠানের জন্য "কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা" প্রস্তুত করার নিমিত্ত গঠিত কমিটির প্রতিবেদন।

অফিস আদেশ নং-১২.২৪.০০০০.৩০২.০৬.০০৭.১৮.১৩৪, তারিখঃ ০২/০৬/২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক (কপি সংযুক্ত) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের "কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ নীতিমালা" প্রস্তুতকরণ এর লক্ষ্যে নিম্নরূপে কমিটি পুণর্গঠন হয়ঃ

ক্রমিক নং	কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে অবস্থান
১.	ড. শরিফুল হক ভূঞা, সিএসও এবং প্রধান, ইলেক্ট্রনিক্স শাখা, বিনা	সভাপতি
২.	ড. রীমা আশরাফী, এসএসও, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা, বিনা	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম মিঞা, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, প্রশিক্ষণ শাখা, বিনা	সদস্য

গঠিত কমিটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নীতিমালার, বার্ক (BARC) এর প্রশিক্ষণ নীতিমালা এবং বিভিন্ন সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুসরনণে প্রতিষ্ঠানের জন্য **প্রণয়নকৃত "উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০২০"** প্রতিবেদনটি সদয় অবগতি এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য এতদসঙ্গে উপস্থাপন করা হলো।

[signature] 17.06.2020
(ড. শরিফুল হক ভূঞা)
সভাপতি সংশ্লিষ্ট কমিটি
এবং
সিএসওএবং প্রধান, ইলেক্ট্রনিক্স শাখা, বিনা

[signature] 17.06.2020
পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পণা)

[signature]
মহাপরিচালক

Website -> upload
Head, Electronics
[signature]

খসড়া কপি

উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০২০

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, ময়মনসিংহ-২২০২

জুন ২০২০ খ্রি:

মোঃ আব্দুল হালিম মিয়া
প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ-২২০২

১৮/০৬/2020
ড. রীমা আশরাফী
উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)
বাকৃবি চত্বর, ময়মনসিংহ।

১৮.০৬.২০২০খ্রি.
ড. শরিফুল হক ভূঞা
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও
প্রধান, ইলেকট্রনিক্স শাখা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক নীতিমালা

প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত সরকারি/আধাসরকারি/বিধিবদ্ধ/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে তাদের কর্মজীবন পরিকল্পনার (Career Planning) অংশ হিসেবে উচ্চশিক্ষাকে সরকার গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ও উচ্চশিক্ষার অনুমোদন কার্যক্রমকে সহজীকরণের জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত একটি নীতিমালা বিগত ০৬ জুন, ২০১৫ খ্রি. তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারি করা হয়। উক্ত প্রজ্ঞাপন, বালাদেশ কৃষি গবেণণা কাউন্সিল (BARC) এর প্রশিক্ষণ নীতিমালা এবং বিভিন্ন সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা অনুসরণে **বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এবং এর আওতাধীন সকল উপকেন্দ্রে কর্মরত বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গবেষণা ও প্রশাসনিক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সেবা প্রদানের মান বৃদ্ধির জন্য উচ্চশিক্ষাসহ দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশি প্রশিক্ষণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানের জন্য হালনাগাদকৃত একটি পূর্ণাঙ্গ "উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা-২০২০" প্রণয়ন করা হলো। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানের পূর্বের 'উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা অভ্যন্তরীণ' এবং 'উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নীতিমালা বৈদেশিক' রহিতকরণ বলে গণ্য হবে এবং নতুন হালনাগাদকৃত নীতিমালাটি প্রয়োগে অস্পষ্টতা পরিলিক্ষিত হলে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপণ/গেজেট মোতাবেক সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।**

০২। **নীতিমালার উদ্দেশ্যঃ**

(ক) **বিনা'র প্রধান কার্যালয়সহ উপকেন্দ্রসমূহে কর্মরত বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গবেষণা ও প্রশাসনিক কাজে** কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি;

(খ) **বিনা'র প্রধান কার্যালয়সহ উপকেন্দ্রসমূহে কর্মরত বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের** আবেদন বিবেচনার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণকে উৎসাহিতকরণ;

(গ) **বিনা'র প্রধান কার্যালয়সহ উপকেন্দ্রসমূহে কর্মরত বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক সেবা প্রদানের আগ্রহ বৃদ্ধিসহ উন্নত সেবা প্রদানে** পেশাদারি মনোভাবের বিকাশ সাধন।

০৩। **নীতিমালার আওতাঃ**

প্রতিষ্ঠানের **বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্চশিক্ষাসহ দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ** গ্রহণে অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

০৪। **উচ্চশিক্ষাঃ**

পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার Service Path অথবা তার Academic Background সংশ্লিষ্ট শিক্ষা, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা, মাষ্টার্স/এম.এস/এম.ফিল., পিএইচ ডি এবং পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ উচ্চশিক্ষা হিসেবে গণ্য হবে।

০৫। **প্রেষণঃ**

(ক) পূর্ণবৃত্তিতে সম্পাদনযোগ্য উচ্চশিক্ষা কোর্সের সম্পূর্ণ মেয়াদের জন্য কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে স্বাভাবিক নিয়মে প্রেষণ মঞ্জুর করা যাবে। দেশে পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাপ্ত ফেলোশিপকে পূর্ণবৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে। বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত কোন প্রকল্প হতে অথবা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশী/বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত দাতাসংস্থা/সরকার অনুমোদিত ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত বৃত্তিও পূর্ণবৃত্তি হিসেবে গণ্য হবে। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ বৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।

(খ) কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা সমগ্র চাকরি জীবনে উচ্চশিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর (দেশে বা বিদেশে) প্রেষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। কোর্সের প্রয়োজন অনুযায়ী একাদিক্রমে (in continuation) সর্বোচ্চ ০৪ চোর) বছর এবং পরবর্তীতে ০১ (এক) বছর পর্যন্ত মেয়াদ বর্ধিত করে এ জাতীয় প্রেষণ প্রদান করা যাবে। প্রেষণ প্রাপ্তির জন্য কর্মচারীর চাকরিকাল ০২ (দুই) বছর হতে হবে এবং চাকরি স্থায়ীকরণের শর্তাদি পূরণ হতে হবে।

(গ) কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা শিক্ষাছুটি অথবা শিক্ষাছুটির ধারাবাহিকতায় অসাধারণ ছুটির অধীনে উচ্চশিক্ষা আরম্ভ করলেও পরবর্তীতে কোন বৃত্তি প্রাপ্ত হলে শিক্ষাছুটি/অসাধারণ ছুটির অবশিষ্ট অংশের জন্য অথবা কোর্স চলাকালীন পরবর্তী কোনো সময়ে কোর্স শুরুর তারিখ হতে পূর্ণবৃত্তি প্রদান করা হলে ভূতাপেক্ষভাবে কোর্স শুরুর তারিখ হতে প্রেষণ মঞ্জুর করা যাবে।

(ঘ) কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে প্রেষণ বা শিক্ষাছুটিতে শুধু একটি মাস্টার্স কোর্সের অনুমোদন দেয়া যাবে।

(ঙ) কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার পিএইচডি ডিগ্রি থাকলে দেশের অভ্যন্তরে/বিদেশে আর কোন পিএইচডি ডিগ্রির জন্য আবেদন বিবেচনা করা হবে না।

(চ) চাকরিতে যোগদানের পূর্বে কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা উচ্চশিক্ষারত থাকলে তাকে যোগদানের সময় প্রলম্বিত করে এবং অসাধারণ ছুটি প্রদান করে দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা চলমান রাখার অনুমতি দেয়া যাবে।

০৬। **শিক্ষাছুটিঃ**

প্রচলিত বিধান অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাছুটি সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর পর্যন্ত মঞ্জুর করা যাবে। এ ছুটি প্রেষণের সাথেও যে কোন মেয়াদে দেয়া যাবে । প্রেষণ শেষ হওয়ার পরেও প্রয়োজন হলে প্রেষণের সাথে সংযুক্ত করে শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করা যাবে।

০৭। **কর্মকালীন উচ্চশিক্ষাঃ**

দেশের অভ্যন্তরে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষা কর্মকালীন উচ্চশিক্ষা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এ ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশের পর প্রেষণে/শিক্ষাছুটিতে বা কর্মকালীন কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার একটি মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য অনুমোদন দেয়া যাবে ।

০৮। **দূর প্রশিক্ষণঃ**

দূরপ্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে (Distance Learning) উচ্চশিক্ষা গ্রহণ সাধারণতঃ নিরুৎসাহিত করা হবে। তবে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের আবেদন বিবেচনা করা যাবে।

০৯। **প্রার্থীর বয়সঃ**

দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৫ এর আওতায় আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার কোর্স সমাপ্তির শেষ তারিখ হতে পি.আর.এল-এ গমনের তারিখ পর্যন্ত কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর সময় থাকতে হবে।

১০। **অনুমোদন প্রক্রিয়াঃ**

(ক) দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-ক) প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

(খ) প্রেষণ/শিক্ষা/অসাধারণ ছুটিতে সম্পাদনযোগ্য ও কর্মকালীন উচ্চশিক্ষার অনুমোদন কৃষি মন্ত্রণালয় প্রদান করবে। যে সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির আবেদন করার জন্য কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হয় সেসব ক্ষেত্রে আগ্রহী বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা পূর্বানুমতি প্রদান করবেন।

১১। **বিবিধঃ**

(ক) সাধারণভাবে কোর্সে যোগদানের ১০ দেশ) কার্যদিবস পূর্ব হতে এবং কোর্স সমাপ্তির পর ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবস পর্যন্ত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার শিক্ষাছুটির মেয়াদে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বর্ধিত মেয়াদসহ) অথবা প্রেষণ আদেশপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা তার প্রেষণ মেয়াদে বিনা'র প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্ত থাকবেন।

(খ) উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত অবস্থায় অধ্যয়ন সংশ্লিষ্ট কাজে বিদেশ গমনের প্রয়োজন হলে প্রচলিত নিয়মে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রয়োজনীয় পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(গ) কোন ভিন্নরূপ আদেশ বা বিশেষ কোন কারণ ছাড়া উচ্চশিক্ষা সমাপ্তির সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী/কর্মকর্তারর প্রাপ্ত সনদ তার প্রত্যাবর্তনের ০১ (এক) বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগে দাখিল করতে হবে।

(ঘ) পিএইচডি ডিগ্রির ক্ষেত্রে কোর্সের সমাপ্তিতে নামের সাথে পিএইচডি ডিগ্রির স্বীকৃতিস্বরূপ উপাধি ব্যবহারের ক্ষেত্রে গবেষণা অভিসন্দর্ভের (Thesis/Dissertation) একটি কপি, সনদপত্র ও ডিগ্রি অর্জনের পূর্বানুমতিপত্র প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক এর নিকট অনুমতির জন্য দাখিল করতে হবে। মহাপরিচালক পিএইচডি ডিগ্রিধারীকে নামের পূর্বে তা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবে।

(ঙ) সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে বা তাদের ব্যবস্থাপনায় কোন কোর্সের একটি অংশ যদি বাংলাদেশে এবং বাকি অংশ বিদেশে কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে সমাপনযোগ্য হয়, সে ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী প্রেষণ/শিক্ষাছুটি/ অসাধারণ ছুটি মঞ্জুর করা যাবে।

(চ) উচ্চশিক্ষা সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার পঠিত বিষয় এবং অর্জিত জ্ঞানের উপযুক্ত প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পদায়ন বিষয়ে বিনা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ছ) কর্মকালীন শিক্ষা ব্যতীত কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার প্রেষণ/শিক্ষাছুটি ভোগ করে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর চাকরি না করে পদত্যাগ করলে তিনি কোর্সে অধ্যয়ন/গবেষণারত থাকাকালে যে পরিমাণ বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হয়েছেন তা সরকারকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় তা সরকারি দাবি হিসেবে তার নিকট হতে আদায়যোগ্য হবে।

(জ) প্রেষণ/শিক্ষাছুটি/অসাধারণ ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ বা উচ্চশিক্ষার জন্য একসাথে ৫ (পাঁচ) বছরের বেশি প্রেষণ/শিক্ষাছুটি/ অসাধারণ ছুটি অথবা ছুটি ছাড়া তার নিজ পদ হতে যদি অনুপস্থিত থাকেন তবে তার ক্ষেত্রে বি.এস.আর. ৩৪ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

[অনুচেছদ-১০ (ক) দ্রষ্টব্য]

পরিশিষ্ট-ক

আবেদনের ছক

বরাবর
মহাপরিচালক
বিনা, ময়মনসিংহ।

মাধ্যমঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ

বিষয়ঃ ..... কোর্সে ভর্তি/ অধ্যয়নের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

নিবেদন এই যে, আমি..... কোর্সে ভর্তি/অধ্যয়নের অনুমতি প্রদানের জন্য আবেদন করছি। নিম্নের ছকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি পেশ করা হলো।

০১।	আবেদনকারীর নাম, পরিচিতি নম্বর (যদি থাকে), পদবি ও কর্মস্থল	:	
০২।	জন্ম তারিখ	:	
০৩।	চাকরিতে যোগদানের তারিখ	:	
০৪।	ক্যাডার ও ব্যাচ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
০৫।	চাকরি স্থায়ীকরণের তারিখ	:	
০৬।	ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	:	
০৭।	কোর্সের বিষয়	:	
০৮।	যে সেশন/শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হতে ইচ্ছুক	:	
০৯।	শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ		
১০।	কোর্সের মেয়াদ ও ধরণ (পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন)	:	
১১।	ছুটির বিবরণ (প্রেষণ/শিক্ষাছুটির মেয়াদ)	:	
১২।	উচ্চশিক্ষার খরচ বাবদ অর্থের উৎস	:	
১৩।	বৃত্তিপ্রাপ্ত হলে বৃত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নাম ও মাসিক বৃত্তির পরিমাণ (প্রত্যয়নপত্র/অফার	:	

	লেটার সংযুক্ত করতে হবে)		
১৪।	পূর্বের শিক্ষাছুটি/প্রেষণের বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	:	
১৫।	আবেদিত কোর্সের সপক্ষে যৌক্তিকতা (প্রস্তাবিত কোর্স কর্মজীবনে কীভাবে কাজে লাগবে তার যৌক্তিকতা ও বিবরণ)	:	
১৬।	অন্য কোন বক্তব্য যেদি থাকে)	:	

উল্লিখিত কোর্সে আমাকে ভর্তি/অধ্যয়নের অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করছি।

আপনার অনুগত,

তারিখ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ই-মেইলঃ

সেল ফোন নম্বরঃ

১২। দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নিয়ম-নীতি

দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই উপল্লেখিত ১-১১ অনুচেছদ অনুসরণ করা হবে। এছাড়া, অত্র ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের গবেষণাকে শক্তিশালী ও ফলপ্রসু করার নিমিত্ত নিম্নলিখিত বিষয়াদিও প্রযোজ্য হবে । উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা/সমমানের ও তদুর্ধ্ব পদমর্যাদার বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাবৃন্দকে সুযোগ দেয়া হবে। তবে অত্র প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত অন্যান্য সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রয়োজন অনুযায়ী (Need Based) প্রশিক্ষণের সুযোগ দেয়া হবে ।

১২.১। সরকারী নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য বাধ্যতামূলক ৬০ (ষাট) ঘন্টা প্রশিক্ষণসহ বিনা'র প্রধান কার্যালয় ও সকল উপকেন্দ্রে কর্মরত বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গবেষণা ও প্রশাসনিক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিসহ সেবা প্রদানের মান বৃদ্ধির জন্য উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় নিম্নের বিষয়াদি প্রাধান্য পাবে।

(১) নতুন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের জন্য আবশ্যিকভাবে নিউক্লিয়ার ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং;

(২) বাধ্যতামূলক বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ;

(৩) অফিস ব্যবস্থাপণা;

(৪) রিসার্চ ম্যাথডলজি;

(৫) রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট;

(৬) দেশে/বিদেশে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাকরণ;

(৭) কর্মচারীদের জন্য কৃষি ডিপ্লোমা কোর্স;

(৮) এপিপি (APP) এর উপর প্রশিক্ষণ;

(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস শৃংখলা ও আচরনবিধি;

(১০) পিপিআর (PPR) এর উপর প্রশিক্ষণ;

(১১) ই-জিপি বিষয়ক প্রশিক্ষণ;

(১২) ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ;

(১৩) হিসাব ও অর্থ ব্যবস্থাপণা;

(১৪) অডিট ব্যবস্থাপণা;

(১৫) স্থাপণা নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(১৬) বৈজ্ঞানিক/ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(১৭) অফিস যন্ত্রপাতির ব্যবহার, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(১৮) আইসিটি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ;

(১৯) শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ;

(২০) তথ্য অধিকার আইন, বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ;

(২১) রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্প ডিপিপি প্রণয়ন এবং

(২২) **গবেষণা ও প্রশাসনিক কাজের সাথে সম্পর্কিত** যে কোন শিরোনামে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ;

বি.দ্র.ঃ প্রশিক্ষণ শাখা প্রতিষ্ঠানের সকল **বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের** একটি ট্রেনিং ডাটাবেজ প্রনয়ণসহ সেটি সময় সময় হালনাগাদ করবে।

১২.১। মাষ্টার্স/এম.এস./এম. ফিল., পিএইচ.ডি. এবং পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ লাভের ক্ষেত্রে প্রেষণ/শিক্ষাছুটির আবেদন করার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাঃ

মাষ্টার্স/এম.এস./এম.ফিল. কোর্স

(ক) আবেদনকারীর বিএসসি কৃষি (সম্মান)/কৃষি প্রকৌশল (সম্মান)/কৃষি অথনীতি (সম্মান)/বিএসসি (সম্মান)/বিএসসি (প্রকৌশল)/সমমানের ডিগ্রি থাকতে হবে।

২) শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে একটি প্রথম বিভাগ/সমমানের বা সমতুল্য সিজিপিএ (CGPA) গ্রেড থাকতে হবে এবং কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেনি/বিভাগ/সমমানের সিজিপিএ (CGPA) থাকতে পারবে না।

৩) অত্র ইনস্টিটিউটে ০২ (দুই) বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষানবীশকাল সমাপ্তিসহ চাকরি স্থায়ীকরণের শর্তাদি পূরণ হতে হবে।

৪) আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদন করতে হবে।

৫) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

৬) আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৪০ (চল্লিশ) বছর।

৭) আবেদনকারী ৬ (ছয়) মাস থেকে ১ (এক) বছর বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানে ১ (এক) বছর চাকুরী না করা পর্যন্ত প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হবে না। তবে কোন সংস্থা থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রাপ্ত হলে এ শর্ত শিথিল করা যেতে পারে।

৮) প্রেষণ আবেদনের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের/সুপারভাইজরের সুপারিশ অবশ্যই থাকতে হবে।

পিএইচ ডি এবং পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ কোর্স

১) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমানের ডিগ্রী থাকতে হবে।

২) শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে একটি প্রথম বিভাগ/সমমানের সিজিপিএ (CGPA) গ্রেড থাকতে হবে এবং কোন পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেনি/বিভাগ/সমমানের সিজিপিএ (CGPA) থাকতে পারবে না।

৩) অত্র ইনস্টিটিউটে কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং শিক্ষানবীশকাল সমাপ্তিসহ চাকরি স্থায়ীকরণের শর্তাদি পূরণ হতে হবে। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে এ নিয়ম শিথিল করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমানের ডিগ্রী অধ্যয়নের জন্য প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর করা হয়ে থাকলে উক্ত ডিগ্রী লাভের পর কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর চাকুরী করতে হবে।

৪) আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা হবে ৪৫ (পয়তাল্লিশ) বছর ।

৫) আবেদনকারীকে কর্মরত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

৬) আবেদন পত্রের সহিত তার পিএইচডি কোর্সের প্রস্তাবিত গবেষণা পরিকল্পনার একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করতে হবে। এই সারসংক্ষেপে মনোনীত সুপারভাইজারের সম্মতি থাকতে হবে।

৭) প্রস্তাবিত গবেষণা কাজ পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ সংস্থানের উৎসের সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

১২.২। **বৃত্তি বরাদ্দ ও প্রার্থী নির্বাচন কমিটি**

(ক) প্রতিষ্ঠানের নিম্নরুপ গঠিত কমিটি দ্বারা প্রাপ্ত বৃত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখার বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার অনুকূলে বরাদ্দ ও প্রার্থী নির্বাচন করা হবেঃ

১) মহাপরিচালক	সভাপতি
২) পরিচালক (গবেষণা)	সদস্য
৩) পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)	সদস্য
৪) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/শাখা প্রধান	সদস্য
৫) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
৬) সিএসও (আরসি)/জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী (যিনি জ্যেষ্ঠ হবেন)	সদস্য
৭) পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা)	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে যে কোন একজনকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে কো-অপট করতে পারবেন।

খ) কোন বৃত্তি অপ্রয়োজনীয় মনে হলে কমিটি তা প্রত্যাখান করতে পারবেন, তবে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক না হলে তার সদ্ব্যবহার করা হবে।

১২.৩। **মনোনয়ন প্রক্রিয়া**

১) জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পিএইচডি কোর্সের জন্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। তবে একই বিভাগ/শাখায় একাধিক জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা থাকলে তাদের মধ্য হতে প্রথম জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়ার পর ক্রমান্বয়ে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে অন্য বিভাগ/শাখাগুলো হতে মনোনয়ন দেয়া হবে। এর পরও যদি মনোনয়ন দেয়ার সুযোগ থাকে তা হলে পূণরায় ২য়/৩য় দফায় পূর্বের ন্যায় মনোনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

২) মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/পিএইচ ডি কোর্সের অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হতে ইচ্ছুক বিনা'র বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের আবেদনপত্র গ্রহণ, বাছাই ও প্রেষণ/শিক্ষা ছুটির জন্য মনোনয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন কমিটি/প্রশিক্ষণ শাখা দায়িত্ব পালন করবেন।

৩) কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/পিএইচডি কোর্সে অকৃতকার্য হয়ে ফিরে আসলে তাকে উচচ শিক্ষার জন্য পুণঃ মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন কমিটি পর্যালোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন ।

১২.৪। **মনোনীত প্রার্থীর ভর্তি হওয়ার সময়সীমা**

বৃত্তি বরাদ্দ প্রার্থী নির্বাচন কমিটি কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীকে মনোনয়নের দিন হতে ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে। যুক্তিসংগত কারন ছাড়া ছয় মাসের মধ্যে ভর্তি হতে ব্যর্থ হলে কমিটি প্রয়োজনে মনোনয়ন বাতিল করতে পারবে।

১২.৫। **প্রেষণের/শিক্ষা ছুটির মেয়াদ (বৃত্তিসহ/বৃত্তি ব্যতিত)**

দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রেষণে/শিক্ষা ছুটির নিমিত্ত অনুচ্ছেদ ৫ এ উল্লেখিত বিষয়াদিসহ নিম্নো-ল্লেখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে।

(ক) ভর্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ক্লাশ শুরুর পূর্বে/গবেষণা কাজের পূর্বে প্রার্থীকে অবশ্যই প্রেষণাদেশ/শিক্ষা ছুটি নিতে হবে। তবে প্রেষণ/শিক্ষা ছুটি শুরুর ১ (এক) মাস পূর্বে আবেদনপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ শাখায় জমা দিতে হবে। তবে বৃত্তি ব্যতিত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

(খ) মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমানের ডিগ্রী কোর্সে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণের মেয়াদ ১৮ (আঠার) মাস হবে। বিশেষ কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সমাপ্ত না হলে অতিরিক্ত ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রেষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে সেই ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থা রাজী না থাকলে বৃত্তি প্রদান করা যাবে না।

(গ) পিএইচ ডি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণের মেয়াদ একাদিক্রমে (in continuation) ৪৮ (আটচল্লিশ) মাস হবে। বিশেষ কারণে নিদিষ্ট সময়ে কোর্স সমাপ্ত না হলে অতিরিক্ত ১২ (বার) মাস পর্যন্ত প্রেষণ মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে সেই ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানকারী সংস্থা রাজী না থাকলে বর্ধিত সময়ের জন্য কোন বৃত্তি প্রদান করা যাবে না।

১২.৬। বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা

(ক) প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বেতন ভাতা, বাসস্থান, ল্যাবরেটরী সুবিধা এবং অন্যান্য আনুসাংগিক সুযোগ সুবিধা যথানিয়মে প্রাপ্য হবেন। প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি ও গবেষণা অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে নার্সভুক্ত (NARS) প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিএআরসি কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

(খ) বর্তমান নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিএআরসি কর্তৃক নির্ধারিত বৃত্তি ও গবেষণা অনুদান নিম্নরূপঃ

১) যে সব বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা অফিসের খরচে মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রী করবেন তাদেরকে নিম্নলিখিত হারে বৃত্তি প্রদান করা হবে (অর্থ সংস্থান ও প্রাপ্তি সাপেক্ষে)। উল্লেখ্য, বৃত্তি প্রদানের হার সময় ও বাস্তবতার প্রক্ষিতে পরিবর্তন হতে পারে।

পিএইচডি/সমমানের	টাকা = ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার, মাসিক)
মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমানের	টাকা = ১০,০০০/- (দশ হাজার, মাসিক)

২) মনোনীত প্রার্থীর জন্য নিম্নলিখিতভাবে মাঠ গবেষণা/পরীক্ষণ উপকরণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, বই পুস্তক ক্রয় এবং থিসিস প্রস্তুতকরণের জন্য খরচ প্রদান করা হবে (সময় ও বাস্তবতার প্রক্ষিতে পরিবর্তনযোগ্য)।

পিএইচ ডি/সমমানের	টাকা = ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) সম্পূর্ণ কোর্স চলাকালীন সময়ের জন্য
মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমানের	টাকা = ৭৫,০০০/- (পঁচাওর হাজার) সম্পূর্ণ কোর্স চলাকালীন সময়ের জন্য

(গ) সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে কোর্স সমাপ্ত হবার ১ (এক) মাসের মধ্যে তার গবেষণার থিসিস এর এক কপি প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ শাখায় অবশ্যই জমা দিতে হবে যা গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হবে।

(ঘ) যে সব বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে নিজ খরচে মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/পিএইচডি/সমমানের ডিগ্রী সমাপ্ত করবেন তারা কাজে যোগদানের ফল প্রকাশিত হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে গবেষণা কোর্সের থিসিস/ডিসারটেশন এর কপি প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে জমা দেয়ার পর গবেষণা কোর্সের থিসিস/ডিসারটেশন তৈরির খরচ বাবদ এককালীন নিম্নরুপভাবে টাকা পাবেন।

পিএইচডি/সমমানের	টাকা = ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) মাত্র
মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমানের	টাকা = ১০,০০০/- (দশ হাজার) মাত্র

(ঙ) অফিসের খরচে মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমানের এবং পিএইচডি/সমমানের অধ্যয়নরত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাগণ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে বৃত্তির অর্থ ৩ (তিন) মাস পর পর এবং গবেষণা খাতের অর্থ মাষ্টার্স/সমমানের এবং পিএইচডি'র ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ ও ৩ কিস্তিতে গ্রহণ করতে পারবে।

(চ) বিশেষ ক্ষেত্রে যদি কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা কোন দাতা সংস্থা কর্তৃক উল্লেখিত বৃত্তি প্রাপ্ত হন, তা হলে উক্ত দাতা সংস্থা/বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মোতাবেক প্রেষণ/শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে ।

(ছ) কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা উচচশিক্ষা গ্রহণকালীন প্রেষণে থাকলে ডিগ্রী প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে দেশে/বিদেশে অন্য কোন উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হবে না ।

১২.৭। অঙ্গীকার পত্র ও চুক্তিনামা

(ক) প্রেষণ ছুটি লাভের জন্য মনোনীত প্রার্থীকে অবশ্যই মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে নির্দিষ্ট ছকে অঙ্গীকার পত্র ও চুক্তিনামা ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদন করতে হবে।

(খ) উচ্চশিক্ষার্থী বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে তার ডিগ্রী শেষ করার পর ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে যোগদান করতে হবে।

১২.৮। অধ্যয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ

(ক) উচ্চশিক্ষার্থী বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে অবশ্যই তার গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর তার সুপারভাইজরের স্বাক্ষরসহ অত্র ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের নিকট পাঠাতে হবে।

(খ) প্রেষণ সময় কালের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি প্রতিবেদনই বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) হিসাবে গণ্য হবে।

(গ) মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমানের এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বৎসর এবং পিএইচডি এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) বৎসরের মধ্যে ডিগ্রি শেষ করতে হবে।

১২.৯। বাধ্যতামূলক চাকুরীর মেয়াদ

(ক) বৃত্তিধারীর প্রেষণের মেয়াদ শেষ হবার পর কাজে যোগদানের তারিখ হতে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে বাধ্যতামুলকভাবে নুন্যতম চাকুরীর মেয়াদ ও ক্ষতিপুরণ প্রদান নিম্নরূপ হবে এবং তা চুক্তিনামায় অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

১) মাষ্টার্স/এম.এস./এম.ফিল/সমমানের পর কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসর চাকুরী করতে হবে, চাকুরী না করলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

২) পিএইচডি'র পর কমপক্ষে ৪ (চার) বৎসর চাকুরী করতে হবে, চাকুরী না করলে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(খ) বৃত্তি ব্যতিত মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/সমমানের পর বাধ্যতামুলকভাবে কমপক্ষে ১ (এক) বৎসর চাকুরী করতে হবে, চাকুরী না করলে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(গ) বৃত্তি ব্যতিত পিএইচ ডি'র পর বাধ্যতামুলকভাবে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসর চাকুরী করতে হবে, চাকুরী না করলে

৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(ঘ) বৃত্তিধারী ডিগ্রী অর্জনে ব্যর্থ হলে উপরে বর্ণিত নিয়মে চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণসহ বন্ডের উল্লেখিত টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে।

এছাড়া, **অনুচ্ছেদঃ ৫ অনুযায়ী** দেশের অভ্যন্তরে উচ্চশিক্ষার জন্য (কর্মকালীন শিক্ষা ব্যতীত) কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা প্রেষণ/শিক্ষাছুটি ভোগ করে সে ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পর কমপক্ষে ০২ (দুই) বছর চাকরি না করে পদত্যাগ করলে তিনি কোর্সে অধ্যয়ন/গবেষণারত থাকাকালে যে পরিমাণ বেতন-ভাতা প্রাপ্ত হয়েছেন তা সরকার/প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় তা সরকারি দাবি হিসেবে তার নিকট হতে আদায়যোগ্য হবে।

১২.১০। নন-ডিগ্রী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য শর্তসমূহ

(ক) শিক্ষানবীশকালে কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হবে না;

(খ) জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে, বিভাগীয় চাহিদা, প্রয়োজমাফিক (Need based), প্রাসঙ্গিকতা (Relevency) মোতাবেক মনোনয়ন দেয়া হবে;

(গ) প্রার্থীকে অবশ্যই তার গবেষণা ও কর্ম বিষয়ের উপর মনোনয়ন দেয়া হবে;

(ঘ) যে সমস্ত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারী বিনা'র প্রধান কার্যালয়/উপকেন্দ্রের বাহিরে প্রশিক্ষণে যাবেন তাদের জন্য টিএ/ডিএ/ আনুসংগিক খরচ/প্রশিক্ষণ ভাতা নিম্নে বর্নিত নিয়মানুযায়ী দেয়া হবে।

১) আমন্ত্রণকারী সংস্থা হতে প্রশিক্ষণার্থীর জন্য থাকা খাওয়ার খরচ বহন করা হলে শুধু মাত্র ভ্রমণ ভাতা প্রদান করা হবে;

২) আমন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে নিয়মানুযায়ী টিএ এবং ডিএ প্রদান করা হবে;

৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত অতিথি/কৃষক/প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রকৃত যাতায়াত ভাতা দেয়া হবে;

৪) আমন্ত্রণকারী সংস্থা কর্তৃক অত্র ইনস্টিটিউট হতে প্রশিক্ষণার্থীর জন্য প্রশিক্ষণ ফি বাবদ এককালীন অর্থ নেয়া হয়ে থাকলে প্রশিক্ষণার্থী বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ টিএ এবং ডিএ প্রাপ্য হবে।

(ঙ) কৃষি ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণের শর্তাবলি ও সুযোগ সুবিধাদিঃ

(১) যে সমস্ত কর্মচারী এটিআই-তে কৃষি ডিপ্লোমা প্রশিক্ষণে যাবেন তাদের বয়স ৪৫ (পয়তাল্লিশ) বছরের নীচে হতে হবে;

(২) অত্র ইনস্টিটিউটে স্থায়ীভাবে ৬ (ছয়) বছর চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

(৩) এসএ-১, ও এসএ-২ পদবীধারী হতে হবে এবং

(৪) নিম্নরুপ হারে (সময় ও বাস্তবতার প্রক্ষিতে পরিবর্তনযোগ্য) প্রশিক্ষণে থাকাকালীন সময়ের জন্য ভাতা প্রদান করা হবেঃ

প্রশিক্ষণ ভাতা দৈনিক জনপ্রতি	টাকা = ৭৫/-
মেস-চার্জ দৈনিক জনপ্রতি	টাকা = ১২৫/
ব্যবহারিক ক্লাশে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য এককালীন জনপ্রতি	টাকা =১,৫০০/-

(চ) অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বিএআরসি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাতা প্রাপ্য হবেন।

(ছ) যে সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দৈনিক খন্ডকালীন ভিত্তিতে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ/অন্য কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হবে তাদেরকে প্রশিক্ষণকালীন দিনগুলোর জন্য দৈনিক জনপ্রতি ১০০/- (একশত) টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হবে এবং কোর্স ফি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা/ইনস্টিটিউটের নিয়ম মোতাবেক দেয়া হবে। এইরূপ প্রশিক্ষণ সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাসের বেশী দেয়া হবে না।

(জ) অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক যাবতীয় প্রশিক্ষণ পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পণা) এর অধিনস্থ প্রশিক্ষণ শাখার তত্ত্বধানে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঝ) উল্লেখিত নীতিমালা ছাড়াও মন্ত্রণালয় হতে সময় সময় জারীকৃত সার্কুলারসমুহ অনুসরণ করা হবে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দেশের অভ্যন্তরে পিএইচ ডি কোর্সে মনোনীত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের প্রদত্ত মুচলেকা (বিএআরসি'র অনুসরণে)

আমিঃ .....

পিতাঃ..... মাতাঃ .....

পদবীঃ..... দপ্তরের নাম ও ঠিকানাঃ .....

স্থায়ী ঠিকানাঃ .....

মনোনিত অভিভাবক/দায়িত্বশীল ব্যক্তির নামঃ .....

পিতার নামঃ.....

বর্তমান ঠিকানাঃ .....

স্থায়ী ঠিকানাঃ .....

কোর্সের নামঃ ..... মেয়াদঃ .....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ .....

প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

১। উপরোক্ত কোর্স নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কৃতকার্যতার সাথে সম্পন্ন করব।

২। কোর্স সম্পন্ন হওয়ার পুর্বে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট/কৃষি মন্ত্রণালয় অনুরূপ নির্দেশ প্রদান না করলে কোর্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে স্ব-দায়িত্বে ফিরে আসব।

৩। আমি কোন অবস্থাতেই কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করব না এবং কোর্স পরিবর্তনের জন্য আবেদন করব না।

৪। প্রশিক্ষণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক কোর্সের সাথে সম্পৃক্ত যে কোন কাজ করতে আমি বাধ্য থাকব এবং দেশের/প্রতিষ্ঠানের শৃংখলা পরিপন্থী কোন কাজ বা আচরণ করব না।

৫। উচ্চশিক্ষার জন্য ক্রয়কৃত Equipment কোর্স শেষে কর্মরত বিভাগের সরঞ্জাম হিসাবে ফেরত প্রদান করতে বাধ্য থাকব।

৬। পিএইচডি ডিগ্রী সাফল্যের সাথে শেষ করার পর কাজে যোগদানের তারিখ হতে বিনা'তে ৪ (চার) বৎসর চাকুরী করতে বাধ্য থাকব, অন্যথায় আমি অথবা আমার অভিভাবক/দায়িত্বশীল ব্যক্তি অত্র প্রতিষ্ঠানকে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা মাত্র প্রদান করতে বাধ্য থাকব।

৭। পিএইচডি অধ্যয়ন শেষে চাকুরীতে যোগদানের পর ২ (দুই) বৎসরের মধ্যে চাকুরী ছেড়ে দিতে বা অন্য কোথায়ও চলে যেতে চাইলে, ১ (এক) বৎসরের বেতন-ভাতাদিসহ বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় টাকা অত্র প্রতিষ্ঠানে ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

৮। উল্লেখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বন্ডের মেয়াদের মধ্যে চাকুরী ছেড়ে দিতে চাইলে বন্ডের মেয়াদের সাথে সংগতি পূর্ণভাবে বন্ডে উল্লেখিত টাকার আনুপাতিক হারে ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

৯। পিএইচডি অধ্যয়ন থাকাকালীন সময়ে গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর সুপারভাইজরের স্বাক্ষরযুক্ত হওয়ার পর অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের মহা-পরিচালক মহোদয়ের নিকট পাঠাতে বাধ্য থাকব।

১০। পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জনে ব্যর্থ হলে উপরে বর্ণিত নিয়মে চাকুরী মেয়াদ পূর্ণসহ বর্ণিত আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকব।

১১। কোর্স সমাপ্ত হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে গবেষণার থিসিস এর ১ (এক) কপি অবশ্যই প্রশিক্ষণ শাখার মাধ্যমে গ্রন্থাগারে জমা দিব।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ প্রত্যয়ন করছি যে, উপরে বর্ণিত শর্তসমূহ পড়ে, বুঝে এবং মর্ম অনুধাবন করে অন্যের বিনা প্ররোচনায় স্বজ্ঞানে সেচ্ছায় স্বাক্ষর দান করলাম।

(অভিভাবক/ দায়িত্বশীল ব্যক্তির স্বাক্ষর)

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

স্বাক্ষীগণঃ

১। স্বাক্ষরঃ
নামঃ .....
পিতার নামঃ .....
বর্তমান ঠিকানাঃ .....

২। স্বাক্ষরঃ
নামঃ.....
পিতার নামঃ .....
বর্তমান ঠিকানাঃ .....

ঠিকানাঃ স্থায়ী

পুরা ঠিকানাঃ গ্রামঃ .....
পোঃ .....
উপ-জেলাঃ .....
জেলাঃ .....

স্থায়ী ঠিকানাঃ

পুরা ঠিকানাঃ গ্রামঃ .....
পোঃ .....
উপজেলাঃ .....
জেলাঃ .....

বিঃদ্রঃ টা:৩০০.০০ (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ড সম্পাদিত করতে হবে।

১৩। বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি

১৩.১। বৈদেশিক বৃত্তির প্রকারভেদ এবং প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

(ক) মেয়াদ নির্বিশেষে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মিটিং, সিম্পোজিয়াম, সাইন্টিফিক ভিজিট, ষ্টাডি ট্যুর ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়সসীমা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত থাকবে না।

(খ) মেয়াদ নির্বিশেষে ওরিয়েন্টেশন কোর্স এবং ৮ (আট) সপ্তাহের কম মেয়াদের বৃত্তির ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের কাছাকাছি পৌঁছেন (বয়স ৫৮ বৎসরের উর্ধ্বে) এমন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান করা যাবে না।

(গ) ৮ (আট) সপ্তাহ হতে ৬ (ছয়) মাস মেয়াদের কোর্সকে স্বল্প মেয়াদী কোর্স হিসাবে গণ্য করা হবে। এ জাতীয় কোর্সের জন্য প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫৪ (চুয়ান্ন) বৎসর হবে, তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না ।

(ঘ) ৬ (ছয়) মাসের বেশী মেয়াদের কোর্সকে (মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/পিএইচ ডি/পোষ্ট ডক্টোরাল রিসার্চ ব্যতীত) মধ্য মেয়াদী কোর্স হিসাবে গণ্য করা হবে। এই জাতীয় কোর্সের জন্য প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৭ (সাতচল্লিশ) বৎসর হবে।

(ঙ) মেয়াদ নির্বিশেষে মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল/পিএইচ ডি/পোষ্ট ডক্টোরাল রিসার্চ কোর্সকে দীর্ঘমেয়াদী কোর্স হিসাবে গণ্য করা হবে। ইহার মধ্যে পোষ্ট ডক্টোরাল রিসার্চ ব্যতীত অন্যান্য কোর্সের জন্য প্রার্থীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৫ (পয়তাল্লিশ) বৎসর হবে এবং প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে কমপক্ষে একটি প্রথম বিভাগ অথবা সমতুল্য সিজিপিএ (CGPA) গ্রেড থাকতে হবে। পোষ্ট ডক্টোরাল রিসার্চের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না।

(চ) বৃত্তি প্রদানকারী দেশ/সংস্থা কর্তৃক যদি প্রার্থীর বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত থাকে, তবে তাহা অবশ্যই অনুসরণ করা হবে এবং সে ক্ষেত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে না ।

(ছ) বিদেশে পিএইচডি কোর্স সম্পূর্ণ করে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর স্বীয় প্রতিষ্ঠানে ০৩ (তিন) বছর চাকুরী করার পর পোষ্ট ডক্টোরাল ফেলোশীপের জন্য মনোনয়নের যোগ্যতা অর্জন করবেন।

১৩.২। বৃত্তি বরাদ্দ ও প্রার্থী নির্বাচন কমিটি

(ক) প্রতিষ্ঠানের নিম্নরুপ গঠিত কমিটি দ্বারা প্রাপ্ত বৃত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুকূলে বরাদ্দ ও প্রার্থী নির্বাচন করা হবেঃ

১) মহাপরিচালক	সভাপতি
২) পরিচালক (গবেষণা)	সদস্য
৩) পরিচালক (প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস)	সদস্য
৪) সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/শাখা প্রধান	সদস্য
৫) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
৬) সিএসও (আরসি)/জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী (যিনি জ্যেষ্ঠ হবেন)	সদস্য
৭) পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা)	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে যেকোন একজনকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে কো-অপট করতে পারবেন।

(খ) কোন বৃত্তি অপ্রয়োজনীয় মনে হলে কমিটি তা প্রত্যাখান করতে পারবেন, তবে একান্ত অপ্রাসঙ্গিক না হলে তার সদ্ব্যবহার করা হবে।

১৩.৩। প্রার্থী নির্বাচনঃ

(ক) যে কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা চাকুরীর মেয়াদ মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল এর ক্ষেত্রে ০২ (দুই) বৎসর এবং পিএইচডি এর ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) বৎসর পূর্ণ করেছেন ও নিজ দপ্তরের উপযোগী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং যারা বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ বিভাগীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন, শুধু তারাই বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য মনোনীত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

(খ) বাছাই কমিটি সংশ্লিষ্ট কোর্সের সাথে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার মনোনয়ন প্রাপ্তি যোগ্য বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক দায়িত্ব ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সামঞ্জস্য আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার পর উপযুক্ত প্রার্থীগণের বয়স, চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা ও চাকুরীর রেকর্ডের ভিত্তিতে প্রত্যেক বৃত্তির জন্য একজন মুখ্য ও একজন বিকল্প প্রার্থী চূড়ান্তভাবে মনোনীত করবে।

(গ) ইতিপূর্বে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি এমন প্রার্থীগণ এবং অন্যান্যদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সর্বোচ্চ বয়স সীমার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে তারা অন্য কোন কারণে অযোগ্য না হলে জ্যেষ্ঠতা নির্বিশেষে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য মনোনীত হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

(ঘ) যোগ্য প্রার্থীদের মধ্য হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে যে কোন প্রশিক্ষণ/উচচশিক্ষার জন্য প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা হবে। তবে একই বিভাগে একাধিক জ্যেষ্ঠ প্রার্থী থাকলে উহা হতে জ্যেষ্ঠ প্রথম প্রার্থীকে প্রথমে মনোনয়ন দেয়ার পর ক্রমান্বয়ে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ প্রার্থীকে অন্য বিভাগগুলো হতে মনোনয়ন দেয়া হবে এবং এর পরও যদি মনোনয়ন দেয়ার সুযোগ থাকে তাহলে পুনরায় ২য়/৩য় দফায় পুর্বের ন্যায় মনোনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তবে বিষয়ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে বিবেচনায় নিতে হবে।

(ঙ) যে সমস্ত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা একবারও বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য যাননি, তাদের নাম আগে বিবেচনা করা হবে। তবে কোন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে/বিষয় বিশেষজ্ঞের অপ্রতুলতার কারণে শিক্ষানবীশকাল শেষ না হলেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

(চ) একবার কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার মনোনয়ন প্রস্তাব দাতা সংস্থার নিকট পাঠানো হলে উহার ফলাফল না দেখে একই বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে পুণরায় মনোনয়ন প্রদান করা হবে না। তবে ৪ (চার) মাসের মধ্যে ফলাফল জানা না গেলে অথবা মনোনয়নযোগ্য অন্য কোন প্রার্থী না থাকলে পুর্ব প্রস্তাবিত প্রার্থীকেই পুনঃবিবেচনা করা যেতে পারে। তবে অনিশ্চিত বৃত্তির ক্ষেত্রে কমিটি একই কর্মকর্তাকে পুনরায় মনোনয়ন দিতে পারবেন।

১৩.৪। অন্যান্য নীতি ও পদ্ধতিঃ

(ক) বাছাই কমিটি প্রার্থী চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত করে মনোনয়ন সরাসরি দাতাদেশ/সংস্থায় প্রেরণ করবে।

(খ) দাতাদেশ/সংস্থা হতে মনোনীত প্রার্থীর অনুমোদন আসার পর ইনস্টিটিউট এর সংশ্লিষ্ট বিভাগ/প্রশিক্ষণ শাখা সরকারী আদেশ জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আদেশের কপি অন্যান্যের সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রেরণ করবেন।

(গ) কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য সরকার বাংলাদেশের বিমান বন্দরে প্রদেয় ভ্রমণ কর ও আরোহন ফি ব্যতীত দেশিয় অথবা বৈদেশিক মুদ্রায় অন্য কোন ব্যয় বহন করবে না।

(ঘ) সরকারী আদেশ জারীর পূর্বে প্রত্যেক প্রার্থীর নিকট হতে টাকা ৩০০.০০ (তিনশত) এর ননজুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (সংযুক্ত ফরমে) গ্রহণ করতে হবে।

(ঙ) দাতাসংস্থার সুপারিশপ্রাপ্ত হলেই ইনস্টিটিউট সরাসরি কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবে, তবে কমিটির বিবেচনায় উপযুক্ত ও যুক্তিসংগত প্রমাণিত না হলে কোর্সের মেয়াদ পরিবর্তনের অনুমতি দেয়া হবে না।

(চ) প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর লব্ধ প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন পদে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পদায়িত করা হবে ।

(ছ) প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা সমাপনান্তে বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা দেশে প্রত্যাবর্তনের পর পূণরায় বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য মনোনয়ন প্রাপ্তির পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে নিম্নের বর্ণনানুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদের চাকুরী করতে হবে। তবে ডক্টরাল এবং পোষ্ট ডক্টোরাল রিসার্চের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

বাধ্যতামূলক চাকুরীর মেয়াদঃ প্রেষণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর কাজে যোগদানের তারিখ হতে নার্সের আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বাধ্যতামূলকভাবে নূন্যতম চাকুরীর মেয়াদ ও চুক্তিনামা অনুযায়ী টাকার পরিমাণ নিম্নরুপ হবে।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রত্যাবর্তনের পর নির্ধারিত মেয়াদে চাকুরী করতে হবে	প্রশিক্ষণের মেয়াদ শেষে নির্ধারিত সময়ে দেশে প্রত্যাবর্তন না করলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (টাকায়)
১২ সপ্তাহ পর্যন্ত	১.৫ বৎসর	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) মাত্র
১৩ সপ্তাহ হতে ২৪ সপ্তাহ পর্যন্ত	২ বৎসর	১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) মাত্র
২৫ সপ্তাহ হতে ৫২ সপ্তাহ পর্যন্ত	৩ বৎসর	২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা) মাত্র
১ বৎসর হতে ২ বৎসর পর্যন্ত	৫ বৎসর	৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) মাত্র
৩ বৎসর বা তদুর্ধ	৬ বৎসর	৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ টাকা) মাত্র

(জ) প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত যে কোন মনোনয়ন প্রস্তাব আসলে তা যে বিভাগ/শাখার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ হবে সে বিভাগ/শাখা হতে প্রার্থী মনোনয়ন প্রদান করা হবে।

(ঝ) মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার অগ্রগতির প্রতিবেদন (ফরওয়াডিং পত্রসহ) অবশ্যই তার সুপারভাইজরের স্বাক্ষর যুক্ত হওয়ার পর অত্র ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের নিকট পাঠাতে হবে, যা তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) হিসাবে গণ্য হবে।

(ঞ) সকল প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা নির্বিশেষে শিক্ষার্থীগণ দেশে ফেরার পর নির্দিষ্ট ছকে ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন অবশ্যই মহাপরিচালক এর নিকট জমা দিতে হবে যা পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

(ট) মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাগণের নিকট যদি দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য প্রোগ্রাম/বিষয় চাওয়া হয় তা হলে নিজ নিজ গবেষণার কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রোগ্রাম/বিষয় প্রণয়ন করবেন যা পরিচালক (গবেষণা) এর মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

(ঠ) যদি কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা বিদেশে গিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশে ফিরে না আসেন তা হলে তার বিরুদ্ধে সরকারী নিয়ম মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ড) যে কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তার বিদেশে বৃত্তির জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(ন) যদি কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিদেশে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য ইনস্টিটিউট হতে মনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং দাতা সংস্থার পক্ষ হতে চুড়ান্ত মনোনয়ন আসার পর উক্ত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারী ব্যক্তিগত কারণে যদি ঐ প্রশিক্ষণে যেতে না চান, তাহা হলে তিনি পরবর্তী ২ (দুই) বছরের মধ্যে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন পাবেন না। তবে শারীরিক অসুস্থার কারণে যদি কেহ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে না পারেন তাহলে তিনি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদান করতঃ উক্ত নিয়ম হতে অব্যাহতি পেতে পারেন।

(ঢ) উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে গমনকারী কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা যদি অকৃতকার্য হয়ে দেশে ফিরে আসেন সেই ক্ষেত্রে উক্ত বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে পুণরায় কোন উচচশিক্ষার জন্য মনোনয়ন দেয়া হবে না। তবে কোন প্রশিক্ষণের জন্য যৌক্তিকতা থাকলে বিশেষ বিবেচনায় মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে।

(ণ) কোন অবস্থাতেই বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাকে একাধারে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের বেশী সময়ের মঞ্জুরী দেয়া যাবে না। যদি কেহ প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য একাধারে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের বেশী সময় ছুটিতে অথবা ছুটি ছাড়া নিজ পদ হতে অনুপস্থিত থাকেন, তবে তার ক্ষেত্রে বি এস আর ৩৪ প্রযোজ্য হবে।

(ত) বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা শেষে দেশে ফেরার পর তার থিসিস/ডিসারটেশন এর এক কপি অবশ্যই ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে প্রশিক্ষণ শাখায় জমা দিবেন, যা অত্র প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হবে।

(থ) উল্লেখিত নীতিমালা ছাড়াও সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার সমূহ অনুসরণ করা হবে।

১৩.৫। অঙ্গীকারনামাঃ

প্রেষণ লাভের জন্য মনোনীত প্রার্থীকে প্রতিষ্ঠান প্রধানের অনুকূলে নির্দিষ্ট ছকে অঙ্গীকারনামা টাকা ৩০০.০০ (তিনশত) মাত্র নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদন করতে হবে।

(ক) বিদেশে প্রশিক্ষণ শেষে দেশে ফিরে পরবর্তী প্রশিক্ষণের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য কোর্স বা প্রশিক্ষণে যেতে পারবে না। তবে কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষা সফরে যেতে পারবেন।

(খ) অফিসিয়াল পাসপোর্ট/আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ছাড়া কাউকে প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ প্রেরণ করা যাবে না।

(গ) বৃত্তিধারীগণ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বন্ড পিরিয়ড পর্যন্ত চাকুরী করতে বাধ্য থাকবেন।

(ঘ) কোন বৃত্তিধারী যদি কোর্স সমাপানান্তে দেশে প্রত্যাবর্তন না করেন, সেক্ষেত্রে এমএস/সমমানের ডিগ্রীর জন্য ০২ (দুই) বৎসর এবং পিএইচডি'র ক্ষেত্রে ০৪ (চার) বৎসর সময়ের পূর্ণ বেতন ভাতাসহ বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় অর্থ তিনি অথবা তার জামিনদার ইনস্টিটিউট এর অনুকূলে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(ঙ) বৃত্তিধারীগণ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এমএস/সমমানের ডিগ্রীর ক্ষেত্রে ০২ (দুই) বৎসর এবং পিএইচডি'র ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) বৎসর সময়ের মধ্যে যদি চাকুরী ছেড়ে দিতে চাহেন তা হলে এমএস/সমমানের ক্ষেত্রে ১.৫ (দেড়) বৎসর এবং

পিএইচডি'র ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) বৎসর সময়ের পূর্ন বেতন ভাতাসহ বন্ডের উল্লেখিত সমুদয় অর্থ তিনি অথবা তার জামিনদার ইনস্টিটিউট এর অনুকূলে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(চ) যদি এমএস/সমমানের জন্য ০২ (দুই) বৎসর এবং পিএইচডি'র জন্য ০৩ (তিন) বৎসর অতিবাহিত হবার পর চাকুরী ছেড়ে দিতে চান তাহলে বন্ডের মেয়াদের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণভাবে বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় টাকা আনুপাতিক হারে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(ছ) কোন কর্মকর্তা/বিজ্ঞানী পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রতিষ্ঠানে ০৩ (তিন) বৎসর চাকুরী করার পর পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশীপের জন্য মনোনয়নের যোগ্যতা অর্জন করবেন। এ ক্ষেত্রে পিএইচডি করার জন্য প্রদত্ত বন্ড বলবত থাকবে। তবে পোস্ট ডক্টোরাল ফেলোশীপের জন্য প্রেষণ মোতাবেক নতুনভাবে বন্ডের মেয়াদ নির্ধারিত হবে। এ ক্ষেত্রে পিএইচডি করার নিমিত্ত বন্ডের অতিরিক্ত সময় বলে গণ্য হবে।

(জ) পোস্ট ডক্টোরাল কোর্স সম্পাদনের পর যদি কেহ বিদেশ থেকে ফিরে না আসেন তাহলে বিদেশে থাকাকালীন সময়ের সমুদয় বেতন ভাতাসহ বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় টাকা ইনস্টিটিউটে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন। এ ক্ষেত্রে পূর্বের বন্ডের সময়সীমা অতিক্রান্ত না করলে দুই বন্ডেরই উল্লেখিত সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

(ঝ) পোস্ট ডক্টোরাল কোর্স সমাপনান্তে দেশে ফিরে আসার পর যদি কেহ ০২ (দুই) বৎসরের মধ্যে চাকুরী ছেড়ে দিতে চান তাহলে বিদেশে থাকাকালীন সময়ের বেতন ভাতাসহ বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় টাকা ইনস্টিটিউটে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

(ঞ) যদি পোস্ট ডক্টোরাল সমাপনান্তে দেশে প্রত্যার্বতনের পর ০২ (দুই) বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর চাকুরী ছেড়ে দিতে চান তা হলে উল্লেখিত বন্ডের মেয়াদের সাথে সঙ্গাতিপূর্ণভাবে বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় টাকার আনুপাতিক হারে ইনস্টিটিউটের অনুকুলে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবেন।

১৩.৬। প্রেষণের মেয়াদঃ

(ক) ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর ক্লাশ/গবেষণা কাজ শুরুর পূর্বে প্রার্থীকে অবশ্যই প্রেষণাদেশ নিতে হবে। তবে প্রেষণ শুরুর তারিখের পূর্বে আবেদনপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শাখায় জমা দিতে হবে।

(খ) মাষ্টার্স/এমএস/এমফিল কোর্সের চাহিদা মোতাবেক অধ্যয়নের জন্য প্রেষণের মেয়াদ নির্ধারিত হবে তবে কোর্সের নিয়মে ২৪ (চবিবশ) মাস পর্যন্ত প্রেষণ দেয়া যেতে পারে। বিশেষ কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সমাপ্ত না হলে অতিরিক্ত ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রেষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তবে বৃত্তিধারী সংস্থা রাজি না থাকলে বৃত্তি প্রদান করা যাবে না।

(গ) পিএইচডি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণের মেয়াদ ৪২ (বিয়াল্লিশ) মাস হবে। বিশেষ কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সমাপ্ত না হলে অতিরিক্ত ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত প্রেষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে । তবে বৃত্তিধারী সংস্থা রাজি না থাকলে বৃত্তি প্রদান করা যাবে না।

(ঘ) বৃত্তিধারীগণ ডিগ্রী অর্জনে ব্যর্থ হলে উপরে বর্ণিত নিয়মে চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণসহ বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় টাকা ফরৎ দিতে বাধ্য থাকব।

(ঙ) কোন অবস্থাতেই বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য কোন কর্মকর্তাকে একাধারে ০৫ (পাঁচ) বৎসরের বেশী

সময়ের মঞ্জুরী দেয়া যাবে না। যদি কেহ প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য একাধারে ০৫ বৎসরের বেশী সময় প্রেষণে/ছুটিতে অথবা ছুটি ছাড়া নিজ পদ হতে অনুপস্থিত থাকেন তবে তার ক্ষেত্রে বি এস আর ৩৪ প্রযোজ্য হবে।

(চ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা শেষে দেশে ফেরার পর কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় চাকুরীতে ইস্তফা প্রদান অথবা অবসর গ্রহণে ইচ্ছুক হলে বর্ণিত শর্তপূরণ সাপেক্ষে তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ছ) মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার অগ্রগতির প্রতিবেদন (ফরওয়াডিং পত্রসহ) অবশ্যই তার সুপারভাইজরের স্বাক্ষর যুক্ত হওয়ার পর অত্র ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালকের নিকট পাঠাতে হবে যা তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এ,সি আর) হিসাবে গণ্য হবে।

(জ) পূর্বানুমতিসহ ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আমন্ত্রণ ইত্যাদিতে যোগদান উদারভাবে বিবেচনা করা হবে।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/বিদেশী দাতাসংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার জন্য মূচলেকা

আমিঃ .....

পিতাঃ..... মাতাঃ .....

পদবীঃ..... দপ্তরের নাম ও ঠিকানাঃ .....

স্থায়ী ঠিকানাঃ .....

মনোনিত অভিভাবক/দায়িত্বশীল ব্যক্তির নামঃ .....

পিতার নামঃ.....

বর্তমান ঠিকানাঃ .....

স্থায়ী ঠিকানাঃ .....

কোর্সের নামঃ ..... মেয়াদঃ .....

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানাঃ .....

প্রশিক্ষণ/উচ্চশিক্ষার জন্য প্রার্থী হিসাবে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

১। উপরোক্ত কোর্স নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কৃতকার্যতার সাথে সুসম্পন্ন করব ।

২। কোর্স সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট/কৃষি মন্ত্রণালয় অন্যরুপ নির্দেশ প্রদান না করলে কোর্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই দেশে ফিরে আসব।

৩। পূর্বে মঞ্জুরকৃত বৈদেশিক ছুটি (বহিঃবাংলাদেশ ছুটি) থাকলে কোর্স শেষ হওয়ার পর সর্বোচ্চ ৩(তিন) মাস বিদেশে অবস্থান করতে পারব।

৪। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের নির্দেশ অথবা পূর্বে অনুমোদিত বৈদেশিক ছুটি ব্যতীত কোর্সের মেয়াদ শেষে বিদেশে অবস্থান করলে তা অবৈধ অনুপস্থিতি হিসাবে গণ্য হবে। এভাবে অবৈধ অনুপস্থিতির সময়কে সরাসরি বিনা বেতনে ছুটি হিসাবে গন্য করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারী বিধি অথবা লীভ রুলস প্রযোজ্য হবে না।

৫। কোন অবস্থাতেই কোর্সের মেয়াদ বৃদ্ধি অথবা কোর্স পরিবর্তন করার জন্য আবেদন করব না ।

৬। প্রশিক্ষণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক কোর্সের সাথে যেকোন কাজ করতে দ্বিধা বোধ করব না এবং বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আমার মান মর্যাদা হানি হয় এরুপ কোন আচরণ করব না ।

৭। বিদেশে অবস্থানকালে কোন ঋণ গ্রহণ করব না এবং বিদেশ হতে আসার পূর্বে সকল বকেয়া বিল (যদি থাকে) পরিশোধ করে আসব।

৮। বিদেশে পৈছার সাথে সাথে আমার পৌছানোর সংবাদসহ স্থানীয় ঠিকানা সম্পর্কে সেই দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসকে অবহিত করব।

৯। যদি কোর্স সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্তন না করি, তবে এমএস/সমমানের এর ক্ষেত্রে ০২ (দুই) বৎসর এবং পিএইচডি'র ক্ষেত্রে ০৪ (চার) বৎসর সময়ের পূর্ণ বেতন ভাতাসহ বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় অর্থ আমি অথবা আমার জামিনদার ইনিস্টিটিউট এর অনুকুলে ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

১০। উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট পঠিত বিষয় ও অর্জিত জ্ঞানের উপযুক্ত প্রায়োগিক ক্ষেত্রে পদায়ন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকব।

১১। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর এমএস/সমমানের ক্ষেত্রে ০২ (দুই) বৎসর এবং পিএইচডি'র ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে যদি চাকুরী ছেড়ে দিতে চাই, তা হলে এমএস/সমমানের ক্ষেত্রে ১.৫ (দেড়) বৎসর এবং পিএইচডি'র ক্ষেত্রে ০৩(তিন) বৎসর সময়ের পূর্ণ বেতনভাতাসহ বন্ডের উল্লেখিত সমুদয় অর্থ আমি অথবা আমার জামিনদার ইনস্টিটিউটের অনুকূলে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকব।

১২। যদি এমএস/সমমানের জন্য ০২ (দুই) বৎসর এবং পিএইচ ডি'র জন্য ০৩ (তিন) বৎসর অতিবাহিত হবার পর চাকুরী ছেড়ে দিতে চাই, তা হলে বন্ডের মেয়াদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে বন্ডে উল্লেখিত সমুদয় টাকার আনুপাতিক হারে ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকব।

১৩। পিএইচডি ডিগ্রী সাফল্যের সাথে সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সরকারী নিয়ম মোতাবেক ৬ (ছয়) বৎসর নার্স (NARS) ইনস্টিটিউটসমূহে চাকুরী করতে বাধ্য থাকব, অন্যথায় আমি অথবা আমার অভিভাবক/দায়িত্বশীল ব্যক্তি টাকা ৬.০০ (ছয়) লক্ষ মাত্র বর্ণিত নিয়মে প্রতিষ্ঠান এর অনুকুলে ফেরত দিতে বাধ্য থাকব।

১৪। আমি আমার নির্ধারিত পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জনে ব্যর্থ হলে ক্রমিক নং ১২ তে বর্ণিত নিয়মে চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণসহ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকব।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ প্রত্যয়ন করছি যে, উপরে বর্ণিত শর্তসমুহ পড়ে, বুঝে এবং মর্ম অনুধাবন করে অন্যের বিনা প্ররোচনায় স্বজ্ঞানে সেচ্ছায় স্বাক্ষর দান করলাম ।

---------- ----------

(অভিভাবক/ দায়িত্বশীল ব্যক্তির স্বাক্ষর) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

স্বাক্ষীগণঃ

১। স্বাক্ষরঃ
নামঃ .....
পিতার নামঃ .....
বর্তমান ঠিকানাঃ .....

ঠিকানাঃ স্থায়ী
পুরা ঠিকানাঃ গ্রামঃ .....
পোঃ .....
উপ-জেলাঃ .....
জেলাঃ .....

২। স্বাক্ষরঃ
নামঃ.....
পিতার নামঃ .....
বর্তমান ঠিকানাঃ .....

স্থায়ী ঠিকানাঃ
পুরা ঠিকানাঃ গ্রামঃ .....
পোঃ .....
উপ-জেলাঃ .....
জেলাঃ .....

বিঃদ্রঃ টা:৩০০.০০ (তিনশত) টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে বন্ড সম্পাদিত করতে হবে।

(ড. মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম)
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ